২৬ রানে অলআউট হয়ে নিউজিল্যান্ডের

করোনাভাইরাসের হিংস্র থাবায় লণ্ডভণ্ড বিশ্বের ক্রীড়াসূচি। গোটা বিশ্বেই এখন কোনো খেলাধুলা নেই। ক্রিকেট, ফুটবল, টেনিস, হকি, ভলিবল, বাস্কেটলসহ সব ক্রীড়া ইভেন্ট স্থগিত রয়েছে। কোথাও গড়াচ্ছে না কোনো টুর্নামেন্ট কিংবা ম্যাচ।

স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন উঠতে পারে এ পরিস্থিতিতে কিভাবে মাত্র ২৬ রানে অলআউট হয়ে টেস্টে সর্বনিম্ন রানের বাজে রেকর্ড গড়ল নিউজিল্যান্ড? আসলে ব্যাপারটা তা নয়।

১৯৫৫ সালের এই দিনে লজ্জার রেকর্ডটি গড়েন কিউইরা। ৬৫ বছর পরও যা অক্ষুণ্ন রয়েছে। ওই দিন অকল্যান্ডে সিরিজের দ্বিতীয় ও শেষ টেস্ট খেলতে নামে নিউজিল্যান্ড-ইংল্যান্ড।

প্রথম ইনিংসে ২০০ রানে অলআউট হন স্বাগতিকরা। জবাবে নিজেদের ফার্স্ট ইনিংসে ২৪৬ রান করেন ইংলিশরা। সেসময়কার নিয়মানুযায়ী, ২৫ ও ২৬ মার্চ প্রথম ২ দিনের খেলার পর ২৭ মার্চ বিশ্রাম করেন দু’দলের খেলোয়াড়রা।

তবে ২৮ মার্চ নিজেদের দ্বিতীয় ইনিংসে ব্যাট করতে নেমেই বিপাকে পড়ে নিউজিল্যান্ড। সফরকারীদের বিধ্বংসী বোলিংয়ে মাত্র ২৬ রানে গুটিয়ে যায় তারা। এতে ক্রিকেটের অভিজাত সংস্করণে সর্বনিম্ন রানে গুঁড়িয়ে যাওয়ার ন্যাক্কারজনক রেকর্ড গড়ে দলটি।

দলের একমাত্র ব্যাটসম্যান হিসেবে ২ অঙ্কের ঘর স্পর্শ করেন ওপেনার ব্রেট সাটক্লিফ (১১)। বাকিরা মোবাইল নাম্বারের সংখ্যা তুলেন।

ঐতিহাসিক ওই ম্যাচে ইংল্যান্ডের হয়ে প্রথম ইনিংসে হ্যাটট্রিক করেন বব অ্যাপ্লিয়ার্ড। দ্বিতীয় ইনিংসেও তিনি শিকার করেন সর্বোচ্চ ৪ উইকেট।

নিউজিল্যান্ডকে এ বাজে রেকর্ড থেকে বাঁচাতে গেল বছর এগিয়ে এসেছিল আয়ারল্যান্ড। লর্ডস টেস্টে ক্রিকেটের সেই আঁতুড়ঘরের দলটির কাছেই নিজেদের দ্বিতীয় ইনিংসে ৩৮ রানে অলআউট হয় তারা।

তথ্যসূত্র: ইএসপিএন ক্রিকইনফো।

করোনাভাইরাস সংক্রমণে ধূমপানে ঝুঁকির মূল কারণ

করোনাভাইরাস (COVID-19) একটি তীব্র শ্বাসযন্ত্রের সংক্রমণ। এটি গুরুতর সংক্রমণ, যা সাধারণ শ্বাস-প্রশ্বাসকে প্রভাবিত করে এবং ভাইরাস সংক্রমণের কারণ হয়ে থাকে। ধূমপানের ধোঁয়া ফুসফুস টিস্যু এবং সারা শরীরে প্রতিরোধ ব্যবস্থাকে প্রভাবিত করে। এটি করোনাভাইরাসের সংক্রমণের বিরুদ্ধে দেহের সুরক্ষা করতে পারে না।

ধূমপানের ফলে শ্বাসযন্ত্রের সংক্রমণ হওয়ার ঝুঁকি বেড়ে যায়। সংক্রমণের মাত্রা দীর্ঘস্থায়ী হওয়ার ঝুঁকি বাড়ে। ধূমপান করে না এমন ব্যক্তির চেয়ে সংক্রমণের ঝুঁকি আরও বেশি হওয়ার আশঙ্কা থাকে। সিগারেটের ধোঁয়া এবং বাষ্পীয় অ্যারোসল অথবা ই-সিগারেট ফুসফুসের প্রদাহের সঙ্গে সম্পৃক্ত রোগব্যাধির প্রতিরোধ ক্ষমতা কমিয়ে দেয়।

বিশেষজ্ঞরা বলছেন, ধূমপান বা ই-সিগারেট ধূমপায়ীদের করোনাভাইরাস দ্বারা মারাত্মক সংক্রমণের ঝুঁকির মধ্যে ফেলতে পারে। গবেষণায় প্রমাণিত হয়েছে, ধূমপান ফুসফুসের প্রতিরোধ ক্রিয়াকে দমন করে এবং প্রদাহ সৃষ্টি করে। দীর্ঘমেয়াদি ধূমপায়ী এবং ই-সিগারেট ব্যবহারকারীরা উভয়েই ফুসফুসের দীর্ঘস্থায়ী সংক্রমণের তীব্র ঝুঁকিতে রয়েছেন, যা নতুন ভাইরাসজনিত রোগ হিসেবে কোভিড-১৯-এর ক্ষেত্রে আরও মারাত্মক হতে পারে।

বিজ্ঞানীরা বলছেন, ধূমপান এবং সম্ভবত ই-সিগারেটের বাষ্প করোনাভাইরাস থেকে মারাত্মক সংক্রমণের ঝুঁকি বাড়িয়ে তুলতে পারে। চীনের একটি গবেষণায় দেখা গেছে, করোনাভাইরাস সংক্রমণের জন্য হাসপাতালে ভর্তি হওয়ার চেয়ে নারীর হারের চেয়ে পুরুষের হার কিছুটা বেশি। চীনের একটি মেডিকেল জার্নালে দেখা গেছে, ধূমপানের ইতিহাস রয়েছে এমন ব্যক্তির ক্ষেত্রে নিউমোনিয়া হওয়ার আশঙ্কা ১৪ গুণ বেশি।

প্রচুর বৈজ্ঞানিক প্রমাণ রয়েছে- ধূমপান ফুসফুসে প্রদাহ সৃষ্টি করে এবং প্রতিরোধ ক্ষমতা নষ্ট করে। নিয়মিত ধূমপান করার ফলে এটি

বায়ুপথে সিলিরি ক্লিয়ারেন্সকে বাধা দেয়। বাতাস থেকে টক্সিন এবং শ্লেষ্মা বের করে আনার জন্য এবং কাশির সময় ফুসফুস পরিষ্কার করার জন্য এরা দায়বদ্ধ এবং ধূমপান করলে তখন তা প্রভাবিত হয়। ফুসফুসে শ্বাসকষ্টের সংক্রমণের সময়, নিউট্রোফিল নামক শ্বেতরক্ত কোষের প্রদাহ দেখা দেয়। গবেষণা থেকে এটি স্পষ্ট, ধূমপান করোনাভাইরাসের প্রভাবকে আরও খারাপ করে তোলে।

যদি কেউ ধূমপান ত্যাগ করতে চান, তবে এটি খুব ভালো সময়। আমরা এ সংকটের মধ্য দিয়ে যতটা সম্ভব মানুষকে নিরাপদ ও স্বাস্থ্যকর রাখতে এবং ফুসফুসের অবস্থার উন্নতি, ক্ষত নিরাময়সহ শরীরের অন্যান্য বিষয়ে উন্নতি করতে সহায়তা করে পরোক্ষ ধূমপানের প্রভাব কমিয়ে আনতে পারি। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হল, যেসব শিশু ধূমপায়ীর সংস্পর্শে আসে, তাদের তীব্র শ্বাসযন্ত্রের সংক্রমণের ঝুঁকি থাকে। অতএব ধূমপায়ী ধূমপান বন্ধ করলে পরিবারের ধূমপান সম্পর্কিত অসুস্থতার ঝুঁকি হ্রাস পাবে।

পরোক্ষ ধূমপান এক্সপোজার হ্রাস করা, বিশেষত বাচ্চাদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ। ফুসফুসের অন্যান্য ভাইরাস দুর্বল প্রতিরোধ ক্ষমতা থাকা ব্যক্তিদের মধ্যে মারাত্মক অসুস্থতার কারণ হতে পারে। করোনাভাইরাসের ক্ষেত্রে এটি একই রকম হতে পারে। এ জন্য ধূমপায়ীদের যদি দুর্বল প্রতিরোধ ক্ষমতা থাকে, তবে অতিরিক্ত যত্ন নেয়া উচিত। সুতরাং এখনই যারা ধূমপান ছাড়তে চান, তাদের নিকোটিনের ক্ষতি থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য নিকোটিন রিপ্লেসমেন্ট থেরাপির (এনআরটি) সন্ধান করা প্রয়োজন। এটি আমাদের সবার জন্য উদ্বেগজনক সময় এবং মানুষ নিজের সুরক্ষা এবং অন্যকে সুরক্ষার উপায় সন্ধান করছে। এ সময় ধূমপান বন্ধ করা বা থামানো সেরা কাজগুলোর মধ্যে একটি হতে পারে।

সূত্র: যুগান্তর

চাঁদপুরে রাতে হঠাৎ মসজিদে

মসজিদে আজান!

চাঁদপুরের হাজীগঞ্জ উপজেলার বিভিন্ন গ্রামে রাতে হঠাৎ মসজিদে মসজিদে আজানের ধ্বনি শোনা গেছে। বৃহস্পতিবার রাত সাড়ে ১০টা থেকে ১২টা পর্যন্ত বেশিরভাগ মসজিদের মুয়াজ্জিনের কণ্ঠে ভেসে আসে আজানের সুমধুর ধ্বনি।

প্রথমে একজনেরটা শুনে অন্যরা আজান দিলেও কী কারণে এমনটি হয়েছে সে বিষয়ে কেউ সঠিক কোনো তথ্য দিতে পারেননি।

ঢাকায় বসবাসরত হাজীগঞ্জের বাসিন্দা ইমাম হোসেন ইমন ফোন করে যুগান্তরকে জানান, তিনি শুনেছেন– হাজীগঞ্জ উপজেলার জগন্নাথপুর গ্রামে নাকি বৃহস্পতিবার সকালে একটি শিশু জন্ম নিয়ে মারা গেছে। সে শিশু নাকি বলেছে আজান দিতে।

বিষয়টির সত্যতা জানতে ওই গ্রামে বেশ কয়েকজনের সঙ্গে কথা বললে তারা জানান, এটি গুজব। এ ঘটনা সত্য নয়।

হাজীগঞ্জ ঐতিহাসিক বড় মসজিদ কর্তৃপক্ষ জানায়, এটি গুজব। আমরা আজান দিইনি।

উপজেলার ৯নং গন্ধর্ব্যপুর উত্তর ইউনিয়নের মোহাম্মদপুর পূর্বপাড়া জামে মসজিদের খতিব শাহ আলম আল কাদরী ও কাকৈরতলা সিনিয়র মাদ্রাসার সাবেক উপাধ্যক্ষ আবদুল মমিন ফারুকি জানান, আমরা কোনো নির্দেশনা পাইনি। আর শরিয়তে এমন কোনো কাজ করার বৈধতাও দেখি না। এটি গুজব হবে।

একই গ্রামের মুন্সিবাড়ি মসজিদের ইমাম জানান, তাকে কোনো এক হুজুর আজান দিতে বলেছেন। তাই তিনি সে মোতাবেক আজান দিয়েছেন। তবে তিনি বলেছেন, করোনাভাইরাস থেকে রক্ষা পেতে আজান দেয়া হয়েছে।

হাজীগঞ্জ থানার ওসি আলমগীর হোসেন রনি যুগান্তরকে বলেন, ‘আমরা কোনো নির্দেশনা পাইনি। তবে আজানের কথা শুনেছি। রাত ১০টা থেকে বিভিন্ন মসজিদে হঠাৎ আজান দেয়া হয়েছে।

এদিকে ইসলামী ফাউন্ডেশন অথবা উপজেলা প্রশাসন এ বিষয়ে কোনো তথ্য দিতে পারেনি। তারা বলেছেন এটি গুজব।

সুত্র-যুগান্তর

কোয়ারেন্টিন শেষে কিশোরীকে বিয়ে, সৌদি প্রবাসীর জরিমানা

হোম কোয়ারেন্টিন শেষ হওয়ার তিন দিন পর এক কিশোরীকে (১৭) বিয়ে করায় রাসেল নামে এক সৌদি প্রবাসীকে জরিমানা করা হয়েছে।

সম্প্রতি ঢাকার দোহার উপজেলার উত্তর জয়পাড়া গ্রামে এ ঘটনা ঘটেছে।

স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, উত্তর জয়পাড়া গ্রামের শুকুর আলীর ছেলে মো. রাসেল গত ৮ মার্চ সৌদি আরব থেকে দেশে আসেন। এর পর তিনি ১৪ দিনের হোম কোয়ারেন্টিনে ছিলেন।

গত শনিবার তার হোম কোয়ারেন্টিন শেষ হয়। এর তিন দিন পর কিশোরীকে বিয়ে করেন রাসেল।

পরে খবর পেয়ে বুধবার রাত ১১টার দিকে রাসেলের বাসায় অভিযান চালান ভ্রাম্যমাণ আদালত।

দোহার উপজেলা সহকারী কমিশনার (ভূমি) ও নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট জ্যোতি বিকাশ চন্দ্রের নেতৃত্বে এ অভিযান পরিচালনা করা হয়।

জ্যোতি বিকাশ চন্দ্র বলেন, বাল্যবিয়ে নিরোধ আইনে পাঁচ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়েছে রাসেলকে। একই সঙ্গে কনের বয়স ১৮ বছর না হওয়া পর্যন্ত তাকে বাবার বাড়িতে রাখার এবং তার সঙ্গে বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপন না করার শর্তে উভয় পরিবারের কাছ থেকে মুচলেকা নিয়ে রাসেলকে মুক্তি দেয়া হয়।

সুত্র-যুগান্তর

করোনা থেকে মুক্তি পেতে মসজিদে মসজিদে আজানের ধ্বনি

করোনাভাইরাসের সংক্রমণ প্রতিরোধ এবং এই রোগ থেকে মুক্তি পেতে নোয়াখালীর বিভিন্ন মসজিদে আজান দিয়েছেন মুয়াজ্জিনরা।

বৃহস্পতিবার রাত সাড়ে ১০টা থেকে ১২টা পর্যন্ত তাদের কণ্ঠে ভেসে আসে আজানের সুমধুর ধ্বনি।

খোঁজ নিয়ে জানা গেছে, রাত সাড়ে ১০টার পর জেলার কোম্পানীগঞ্জ, বেগমগঞ্জ, চাটখিল, সোনাইমুড়ী, সেনবাগ, কবিরহাট, সুবর্ণচর, সদর ও হাতিয়া উপজেলার বিভিন্ন মসজিদের মাইক থেকে থেমে থেমে আজান শুরু হয়।

তবে অসময়ে আজানের ধ্বনি শুনে অনেকেই চমকে ওঠেন। কেন কী কারণে রাতে আজান দেয়া হলো, সে বিষয়ে জানতে অনেকেই সাংবাদিক ও পুলিশ প্রশাসনকে ফোন করে খবর নেন।

চাটখিল পৌরসভার ২নং ওয়ার্ডের সুন্দরপুর মহল্লার বাসিন্দা নুর মোহাম্মদ বলেন, রাত ১১টার পর হঠাৎ করে বেশ কয়েকটি মসজিদ থেকে আজানের সুর ভেসে আসে। বিশেষ করে রাত ১১টার পর আজান দেয়ায় অনেকেই দ্বিধাদ্বন্দ্বে পড়ে যান।

কবিরহাট উপজেলার নরোত্তমপুরের বাসিন্দা মো. গিয়াস উদ্দিন জানান, তিনি ঘুমানোর জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছেন এমন সময় পদুয়া মসজিদ থেকে আজানের ধ্বনি শুনতে পান। এর কিছুক্ষণ পর আরও কয়েকটি মসজিদ থেকেও আজানের ধ্বনি আসতে থাকে।

কোম্পানীগঞ্জ উপজেলার বাসিন্দা কামাল হোসেন বলেন, বৃহস্পতিবার রাতে চট্টগ্রাম থেকে কোনো এক মাওলানা জানিয়েছেন জেলার সব

মসজিদ থেকে একযোগে আজান দিলে এবং কালোজিরা দিয়ে লাল চা খেলে করোনাভাইরাস সংক্রমণ থেকে রেহাই পাওয়া যাবে। তাই

জেলার বিভিন্ন উপজেলার মসজিদ থেকে একযোগে আজান দেয়া শুরু হয়েছে। চাটখিল পৌরসভার ফতেহপুর মহল্লার বাইতুল ফালাহ জামে মসজিদের খতিব নাসির উদ্দিন জানান, তার মসজিদের মুয়াজ্জিন রাত ১১টার দিকে ফোন করে আজান দেয়ার অনুমতি চাইলে তিনি নিষেধ করেন।

কারণ হিসেবে তিনি বলেন, স্থানীয় প্রশাসনের অনুমতি ছাড়া এ ধরনের আজান দেয়া আইনত অপরাধ। যেসব মসজিদ থেকে আজান দেয়া হয়েছে, প্রশাসন চাইলে তাদের বিরুদ্ধে আইনি ব্যবস্থা নিতে পারবেন। আর এ ধরনের আজানের ধর্মীয় কোনো ভিত্তি আছে বলেও তার জানা নেই।

সুত্র-যুগান্তর

সিলেটে দোকান বন্ধ করতে বলায় পুলিশের উপর হামলার চেষ্টা!

সিলেটের কানাইঘাটে নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যের দোকান ছাড়া বাকি সবধরণের ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান বন্ধ করতে বলায় পুলিশের উপর হামলার চেষ্টা চালিয়েছেন ব্যবসায়ীরা। ব্যবসায়ীদের মারমুখি আচরণে ফিরে আসতে হয়েছে পুলিশ সদস্যদের।

আজ বৃহস্পতিবার বেলা ১টার দিকে কানাইঘাট উপজেলার চতুল বাজারে এ ঘটনা ঘটে।

কানাইঘাট থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. শামসুদ্দোহা জানান, সরকারি নিষেধাজ্ঞা অমান্য করে চতুল বাজারে সবধরনের দোকানপাট খুলে রাখেন ব্যবসায়ীরা। বেলা ১টার দিকে বাজার ব্যবসায়ী সমিতির সভাপতিকে সাথে নিয়ে পুলিশ নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্য, ফার্মেসি

ও কাঁচাবাজার ছাড়া বাকি সবধরণের ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান বন্ধ করার নির্দেশ দেয়।
এতে ক্ষেপে যান বাজারের ব্যবসায়ীরা। তারা দোকানপাট বন্ধ করতে অস্বীকৃতি জানান। একপর্যায়ে তারা পুলিশের উপর হামলারও চেষ্টা করেন।

এদিকে, ব্যবসায়ীদের মারমুখি আচরণের কারণে বাজার থেকে ফিরে আসেন পুলিশ সদস্যরা। বাজার কমিটির নেতারা ব্যবসায়ীদের বুঝিয়ে দোকানপাট বন্ধ রাখার চেষ্টা করছেন।

তবে ব্যবসায়ীরা সরকারি নিষেধাজ্ঞা অমান্য করে দোকানপাট খোলা রাখার চেষ্টা করলে তাদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া হবে বলে জানান ওসি।

সুত্র-বাংলাদেশ প্রতিদিন

খালেদা জিয়ার চিকিৎসা তদারকি করবেন পুত্রবধূ জোবায়দা

আজ বৃহস্পতিবার (২৬ মার্চ) থেকে ১৪ দিন হোম কোয়ারেন্টাইনে থাকবেন বিএনপি চেয়ারপারসন বেগম খালেদা জিয়া। তার চিকিৎসার সার্বিক তদারকি করবেন পূত্রবধূ ডা. জোবায়দা রহমান। পরিবারের সদস্য ও দলীয় নেতাকর্মীদের সাথে কাছে পেয়ে তিনি মানসিকভাবে অনেকটাই শক্তিশালী বোধ করছেন বলে জানালেন বিএনপি নেতারা।

দীর্ঘ ২ বছরের বেশি সময় পর বাড়ি ফিরেছেন বেগম খালেদা জিয়া। করোনাভাইরাস পরিস্থিতি বিবেচনায় গুলশানের বাসভবন ফিরোজায় হোম কোয়ারেন্টাইনে রয়েছেন বিএনপি নেত্রী। তাকে বাসাতেই চিকিৎসা দেয়া হবে বলে জানিয়েছেন ছোট বোন সেলিমা ইসলাম।

টেলিফোনে তিনি বলেন, উনার তো শ্বাসকষ্ট হচ্ছে, কথা বলতে পারছেন না, উঠে দাঁড়াতে পারছেন না। হাঁটতে পারছেননা, বসে থাকতেও বেশিক্ষণ পারছেন না, গায়ে হাত দিলেই ব্যথা লাগছে তার। খাওয়া

দাওয়াও করতে পারছেন না, খেলেই বমি হয়ে যাচ্ছে। মুভ করানোর মতো অবস্থা নাই। তারও মতামত বাসাতেই থাকবেন।
বিএনপি চেয়ারপার্সনের চিকিৎসার সার্বিক বিষয়ে তত্ত্বাবধান করছেন পুত্রবধূ ড. জোবায়দা রহমান। চিকিৎসা করছে দলের গঠিত মেডিকেল বোর্ড।

বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য নজরুল ইসলাম বলেন, অন্য যেসব চিকিৎসকরা আগে তাকে দেখতেন, তাদেরকে দিয়েই এই বোর্ড করা হয়েছে।

বুধবার প্রায় দুই ঘণ্টা পর্যবেক্ষণ শেষে আগের চিকিৎসা অব্যাহত রাখার পাশাপাশি ১৪ দিন হোম কোয়ারেন্টাইনে থাকার পরার্মশ দেয় ৬ সদস্যের মেডিকেল বোর্ড।

পরিবার ও দলীয় নেতাকর্মীদের দেখার পর মানসিকভাবে অনেকটাই চাঙা হয়ে উঠেছেন বলে জানালেন বিএনপির ভাইস চেয়াম্যান ডা. এ জেড এম জাহিদ।

তিনি বলেন, কোয়ারেন্টাইনে যে সমস্ত প্যারামিটার থাকে সেগুলো দেখার জন্য উনার ব্যক্তিগত চিকিৎসক আছেন, নার্স আছে। তারাই উনাকে দেখাশোনা করবেন। বিএসএমএমইউ-তে যে চিকিৎসা দেয়া হচ্ছিল সেগুলোই কিছুটা মডিফাই করে ঠিক করা হয়েছে। বাকিটা একই আছে। মানসিকভাবে পরিবারের সদস্যদের কাছে পেয়ে হয়তো কিছুটা ভালো আছেন, শারীরিকভাবে কিন্তু তিনি সত্যিই খুব খারাপ অবস্থায় আছেন।

দুর্নীতির দুই মামলায় ২ বছরের বেশি সময় সাজাভোগের পর শর্তসাপেক্ষে ৬ মাসের জন্য মুক্তি পান বিএনপি চেয়ারপারসন বেগম খালেদা জিয়া।

সূত্র: সময়টিভি।

দেশে করোনাভাইরাসে নতুন

আক্রান্ত ৫

প্রাণঘাতী করোনাভাইরাসে গত ২৪ ঘণ্টায় নতুন করে পাঁচজন আক্রান্ত হয়েছেন বলে জানিয়েছে জাতীয় রোগতত্ত্ব, রোগনিয়ন্ত্রণ ও গবেষণা প্রতিষ্ঠান(আইইডিসিআর)।

বৃহস্পতিবার বিকালে করোনাভাইরাস সংক্রান্ত অনলাইন লাইভ ব্রিফিংয়ে প্রতিষ্ঠানটির পরিচালক অধ্যাপক ডা. মীরজাদী সেব্রিনা ফ্লোরা বলেন, নতুন আক্রান্তদের সবাই পুরুষ। এ নিয়ে সর্বমোট রোগীর সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ৪৪ জনে।

এছাড়া সর্বমোট ১১ জন রোগী সুস্থ হয়ে ফিরে গেছেন বলেও জানিয়েছেন এই অধ্যাপক। তিনি বলেন, নতুন পাঁচজনের একজন বিদেশ থেকে আসা। আর তিনজন আগেই চিহ্নিত রোগীর সংস্পর্শে এসেছেন। একজনের আক্রান্ত হওয়ার ব্যাপারে বিস্তারিত অনুসন্ধান চলছে।

তিনি বলেন, কোভিড-১৯ ভাইরাস প্রতিরোধে কাশির শিষ্টাচার মেনে চলতে হবে। ঘন ঘন সাবান পানি দিয়ে হাত ধুয়ে ফেলতে হবে। অপরিষ্কার হাতে নাক-মুখ-চোখ স্পর্শ করা যাবে না।

২ জনকে গুলি করে হত্যা,লকডাউন অমান্য

করোনাভাইরাসের প্রকোপ কমাতে দেশব্যাপী ঘোষিত লকডাউন অমান্য করে বাড়ির বাইরে আসায় রুয়ান্ডায় দুই যুবককে গুলি করে হত্যা করেছে পুলিশ। গতকাল বুধবার এ ঘটনা ঘটে।

ওয়াশিংটন পোস্টের খবরে জানানো হয়, রুয়ান্ডা ন্যাশনাল পুলিশের মুখপাত্র জন বস্কো ক্যাবেরা বলেন, নিহত দুই যুবক পুলিশের সঙ্গে ধস্তাধস্তি শুরু করেন। এরপর গুলি করা হয়।

পূর্ব আফ্রিকার দেশগুলোর মধ্যে রুয়ান্ডার করোনাভাইরাসে আক্রান্ত মানুষের সংখ্যা সবচেয়ে বেশি। আর উপসাহারা অঞ্চলের দেশের

মধ্যে এখানেই প্রথম করোনাভাইরাসের সংক্রমণ রোধে লকডাউন ঘোষণা করা হয়। সপ্তাহব্যাপী লকডাউন শুরু হয় গত রোববার থেকে। শুধু জরুরি পরিষেবাগুলো এ সময় চালু আছে।

Lifebuoy Soap
রুয়ান্ডা থেকে পেরু, জর্ডান থেকে ইতালি—বিশ্বের বিভিন্ন দেশে লকডাউনের বিষয় নিশ্চিত করতে নিরাপত্তা বাহিনী মোতায়েন করেছে।

অনলাইন ডেস্ক প্রথম আলো

বকেয়া বেতনের দাবিতে বিক্ষোভ, পুলিশের গুলিতে নিহত ১

দিনাজপুরের বিরল উপজেলায় বকেয়া বেতনের দাবিতে পাটকলশ্রমিকদের বিক্ষোভের সময় গুলিতে একজন নিহত হয়েছেন। আহত হয়েছেন ১০ থেকে ১২ জন। গতকাল বুধবার রাত সাড়ে ১০ টার দিকে উপজেলার বিরল ইউনিয়নের রবিপুর গ্রামে পাটকলের প্রধান ফটকে এই ঘটনা ঘটে।

নিহত ব্যক্তির নাম সুরত আলী (৩৬)। তিনি পাটকলের পাশের চায়ের দোকানি ও বিরল পৌর এলাকার হোসনা গ্রামের মোহাম্মদ আলীর ছেলে।

পুলিশ ও প্রত্যক্ষদর্শী সূত্রে জানা যায়, প্রায় তিন সপ্তাহের বকেয়া বেতনের দাবিতে বুধবার সন্ধ্যা থেকে রূপালী জুট মিলের সামনে শ্রমিকেরা বিক্ষোভ শুরু করেন। সন্ধ্যা থেকে আলোচনার মাধ্যমে সমঝোতার চেষ্টা করেন মিলের ব্যবস্থাপনা পরিচালক এম আব্দুল লতিফ। পরে এম আব্দুল লতিফ ঘটনাস্থলে এসে শ্রমিকদের শান্ত করার চেষ্টা করেন। কিন্তু শ্রমিকেরা উত্তেজিত হয়ে মিলের কার্যালয় ভাঙচুর শুরু করেন। এ সময় পুলিশ পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে গুলি ছোড়ে ও কাঁদানে গ্যাসের শেল নিক্ষেপ করে।

বিরল থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) শেখ নাসিম হাবিব এক ব্যক্তির নিহত হওয়ার সত্যতা নিশ্চিত করেছেন। তিনি বলেন, শ্রমিকদের হামলায় ৩ পুলিশ সদস্যও আহত হয়েছেন। শ্রমিকদের শান্ত

করার চেষ্টা করা হয়েছে। পুলিশের কথায় কর্ণপাত না করে তাঁরা কারখানা ভাঙচুর করেছিলেন। পুলিশ বাধা দিলে একপর্যায়ে উল্টো পুলিশের ওপর ইটপাটকেল ছুড়তে শুরু করেন শ্রমিকেরা। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে পুলিশ প্রথমে কাঁদানে গ্যাসের শেল নিক্ষেপ করে এবং পরে কয়েকটি ফাঁকা গুলি ছোড়ে। এ সময় উভয় পক্ষের হামলায় একজনের মৃত্যু হয়েছে।
বিরল উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা মো. আব্দুল মোকাদ্দেস আজ বৃহস্পতিবার সকালে জানান, একজনকে মৃত অবস্থায় হাসপাতালে আনা হয়েছে। নিহত ব্যক্তির থুতনিতে একটি গুলির চিহ্ন পাওয়া গেছে। লাশ ময়নাতদন্তের জন্য দিনাজপুর এম. আব্দুর রহিম মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের মর্গে পাঠানো হয়েছে।

সূত্র: প্রথম আলো#